সমকাল

পাবিপ্রবি হলে আটকে মধ্যরাতে তিন শিক্ষার্থীকে ছাত্রলীগের নির্যাতনের অভিযোগ

প্রকাশ: ০৫ এপ্রিল ২৩ । ২১:৩৩ | আপডেট: ০৫ এপ্রিল ২৩ । ২১:৩৩

পাবনা অফিস

ফাইল ছবি

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) তিন শিক্ষার্থীকে হলে আটকে বেদম মারধরের অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে নির্যাতনের পর তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে এ ঘটনা ঘটে।

ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, তাঁদের কোনো ধরনের নির্যাতন করা হয়নি। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থীরা হলেন– বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের মাস্টার্সের গোলাম রহমান জয়, ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের আসাদুল ইসলাম এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আজিজুল হক। তাঁদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে আসাদুল ইসলাম ও আজিজুল হককে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে থানায় নেওয়া হয়েছে এবং গোলাম রহমানের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে পুলিশ পাহারায় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তারাবি নামাজের পর ভুক্তভোগী তিন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় ছাত্রলীগের কর্মী আপেল, শেহজাদ, তোফিকসহ ১০-১২ জন তাঁদের কাছে এসে শিবির কিনা জানতে চান। পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ছাত্রলীগ নেতাকর্মী তাঁদের হলে নিয়ে যান। এ সময় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফরিদুল ইসলাম বাবুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী তাঁদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের তিনটি রুমে নিয়ে স্টাম্প, রড, হকিস্টিকসহ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে বেদম মারধর করেন। নির্যাতনের এক পর্যায়ে ছাত্রশিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ততার স্বীকারোক্তি নিয়ে তাঁদের পুলিশে দেওয়া হয়।

আহত শিক্ষার্থীরা জানান, তারাবির নামাজ শেষে তাঁরা ক্যাম্পাসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী দাড়ি-টুপি থাকার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্নভাবে হয়রানি করেন। পরে হলে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করেন তাঁদের। রাজনীতির সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত নন বলেও দাবি করেন তাঁরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কামাল হোসেন বলেন, ‘বেশ কয়েকজন শিবিরকর্মী ক্যাম্পাসে গোপন বৈঠক করছিলেন। এ সময় তাঁদের আটক করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। খবর পেয়ে আমরা তাঁদের উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। তাঁদের কোনো ধরনের নির্যাতন করা হয়নি।’

নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফরিদুল ইসলাম জানান, এ বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না।

পাবনা পুলিশ সুপার (এসপি) আকবর আলী মুনসী বলেন, ‘খবর পেয়ে আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর নির্যাতিতরা যদি অভিযোগ দেন, তাহলে তদন্ত করে অবশ্যই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

বুধবার সকালে শাওন নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং (ইউআরপি) বিভাগের ১২তম ব্যাচের এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাঁকেও শিবির সন্দেহে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ক্যাম্পাসের বাইরে তুলে নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কামাল হোসেন বলেন, ‘শাওন বাসে বাড়ির পথে আছে। তাঁর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, সে ঠিক আছে।’

© সমকাল ২০০৫ - ২০২৩

সম্পাদক : মোজাম্মেল হোসেন । প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৭১৪০৮০৩৭৮ | ই-মেইল: samakalad@gmail.com